নবীনদের পাতা-

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর রসূল প্রেম

মৌলবী ফরহাদ আলী

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

বিরুদ্ধবাদীগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য অপবাদ আরোপ করে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা নাকি হযরত নবী করীম (সা.)কে খাতামান নাবীঈন বলে স্বীকার করে না, এবং তিনি নিজেকে রসূলুল্লাহ্ হতে বড় বলে দাবী করেন। এটি জঘন্যতম অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। খাকসার মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লিখিত পুস্তক থেকে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব, যা থেকে এটি পরিষ্কার ভাবে ফুঠে উঠবে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) হযরত রসূল করীম (সা.) এর পতাকাকে অন্যান্য সকল পতাকা হতে উচ্চ করবার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি তাঁর কত গভীর প্রেম ও ভালোবাসা ছিল তার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তার স্বরচিত কবিতায়। তিনি লিখেছেন–

খোদার পরে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেমে আমি বিভোর

ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের। –দূররে সামিন।

রসূল করীম (সা.)-এর প্রেমে তিনি এতটাই মাতোয়ারা ছিলেন যে, এই জন্য তিনি কাফেরের ফতোয়া গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হননি। তিনি (আ.) রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি এত গভীর ভালোবাসা রাখতেন যা বর্ণনাতীত। আর ভালোবাসার এক নতুন দৃষ্টান্ত তিনি দুনিয়ার সামনে রেখে গেছেন। রসূলুল্লাহকে তিনি খাতামুল আম্বিয়া এবং সর্বপ্রকার কল্যাণের ভান্ডার বলে জানতেন।

এই জামা'তকে উদ্দেশ্য করে মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার লিখিত কিশতিয়ে নূহ্ গ্রন্থে যে মর্মস্পর্শী উপদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হল- "মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ভিন্ন কোনই রসূল এবং শাফী নাই। অতএব তোমরা সেই মহাগৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেম সূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর এবং কাহাকেও তাহার ওপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না। যেন আকাশে তোমরা মুক্তি প্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার। স্মরণ রাখিও প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হয় এরূপ নহে বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি কে, সে-ই যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে

তাহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। কিন্তু তাহার অন্য কোন মানবকেই চিরদিন জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য খোদা তা'লা তাহার শরীয়ত (বিধান) এবং তাঁহার রূহানিয়তকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করিয়াছেন।"

রসূলুল্লাহর মর্যাদা কত উচ্চ ও মহান তার পরিচয় পাই আমরা তাঁর লিখিত গ্রন্থ আইনায়ে কামালতে ইসলাম পুস্তকে, তিনি লিখেছেন ঃ–

"সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্তরের জ্যোতি, যা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেওয়া হয়েছে, তা ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায় তা ছিল না, চন্দ্রে তা ছিল না, সূর্য্যে তা ছিল না, ভূপৃষ্ঠে-সমুদ্রে ও নদী সমূহে ছিল না, তা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না। তা ছিল শুধু মানবের মধ্যে তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে, পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহীয়ান ও গরীয়ান হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর মধ্যে।"

আজ বিশ্বে যখন মহানবী (সা.)-এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশসমূহ বিশেষ করে খৃষ্টান জগত বিভিন্ন প্রকারের কটাক্ষ করছে এবং তাদের নবী তথাকথিত আল্লাহ্‌র পুত্রকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়ার জন্য ব্যস্ত, ঠিক এই সময়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ [হযরত রসূল করীম (সা.) এর প্রকৃত খাদেম] এসে দুনিয়ার সামনে ঘোষণা করলেন সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতির আলো যা সমস্ত বিশ্বব্রাহ্মন্ডে কোথাও ছিল না তা ছিল শুধু এই মানব তথা পূর্ণমানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে। মুসলমানরাও নিজেদের চরিত্র দ্বারা হযরত রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র চরিত্রকে কলুষিত করে ফেলছিল। দুনিয়া এই সকল জ্যোতির আকার আধ্যাত্মিক সূর্যের আলো হতে বঞ্চিত হয়ে পরছিল–ঠিক এহেন দুর্যোগময় মুহূর্তে আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীরূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূর করেছেন যার ফলে দুনিয়া আবার নতুন করে এই সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক তিনি যে রকম সুন্দর ভাবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন তার তুলনা বিগত চৌদ্দশত বৎসর ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া দুষ্কর। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যারা ঘোর বিরোধী তারাও একথা স্বীকার করেন। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে যখনই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ রসূলুল্লাহ্‌র চরিত্রের ওপর আঘাত হেনেছে সেখানেই তিনি বীরের মত ঝাপিয়ে পড়েছেন এবং শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্‌র প্রধান শত্রুকে তিনি মোবাহেলার আহ্বান করেন। আথম মহানবী (সা.)কে দাজ্জাল বলেছিল এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। তাই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাকে মোবাহেলার আহ্বান করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার মৃত্যু হয়। ইসলামের দুর্দিনে একমাত্র এই বীর রসূলুল্লাহ্‌র আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি নির্মম পরিহাস, যে ব্যক্তি সারা জীবন ব্যাপী মহানবী (সা.)-এর প্রেমে বিভোর ছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর (সা.) আদর্শকে দুনিয়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যথা সম্ভব উৎসর্গ করে গেছেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর (সা.) পতাকাকে অন্যান্য সকল পতাকা হতে বুলন্দ করবার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন, আজ তিনিই হলেন কাফের এবং রসূলুল্লাহ্‌র অবমাননাকারী! তিনি শুধু নিজের জীবন দ্বারা রসূলুল্লাহ্‌র আদর্শকে সমুন্নত রাখার সংগ্রাম করেই ক্ষান্ত হন নি। বরং তিনি এক পবিত্র জামা'ত কায়েম করে গেছেন, যাদের জীবনের মূলমন্ত্র হল রসূলুল্লাহ্‌র বাণীকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা। এই জামা'তে দাখেল হলে প্রত্যেককে অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে এটাও ওয়াদা করতে হয় যে, হযরত রসূল করীম (সা.)কে খাতামান নাবীঈন মেনে নিয়ে প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম (সা.) আদর্শকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। আজ এই জামা'তই পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রসূল করীম (সা.)-এর বাণী প্রচার করছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। শীতে অসহায়দের সেবায় আমাদের করণীয়।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com